একাদশ অধ্যায় ঃ

বিরোধীদের তিনটি আপত্তি খন্ডন

১নং আপত্তি ঃ একই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার

কালেমার হাকীকত- ৬০

www.sunnibarta.com

লোককে দাফন করা হয়। ঐ একই সময় নবীজিকে কিভাবে প্রত্যেক জায়গায় দেখানো হবে?

উত্তর ঃ একটি সূর্য একই সময়ে লক্ষ লক্ষ জায়গায় দেখা যায়- আর বলা হয়- এটা সূর্য। টেলিভিশনে একই ব্যক্তিকে লক্ষ লক্ষ জায়গায় দেখানো সম্ভব। দুনিয়ার কারিগর যদি এটা পারে- তাহলে মহা কারিগর আল্লাহ তায়ালা কেন নবীজিকে লক্ষ কবরে দেখাতে পারবেন না?

সূর্যের আলো আর বিদ্যুতের যদি এই শক্তি হয়- তাহলে নূরের নবীর শক্তি সম্পর্কে আপত্তি করার অবকাশ কোথায়? আল্লাহর কুদরতের ওপর অবিশ্বাসীরাই কাফের।

২নং আপত্তি ঃ যারা নবীজিকে দেখেনি- তারা কিভাবে কবরে নবীজিকে চিনতে পারবে? আর আবু জাহেল প্রমূখ নবীজিকে দেখা সত্ত্বেও কেন চিন্‌তে পারবে না?

উত্তর ঃ যাদের অন্তরে নবীজির নূর ও এশ্‌ক রয়েছে- তারা ঐ এশ্‌কের নূর দ্বারাই নবীজিকে চিনতে পারবে। কেননা, তিনি তো নূর। নূর নূরকে চিন্‌তে অসুবিধা হবেনা। অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বপ্নে নবীজিকে দেখেই চিনতে পারেন- পূর্ব পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না।

৩নং আপত্তি ঃ কিছু জ্ঞানপাপী আছে- যারা বলে- هٰذَا শব্দ দ্বারা عَهْدِذِهْنِيْ বা মানসপটে আঁকা স্মৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হবে- عَهْدِخَارِجِيْ বা বাস্তবে নবীকে হাযির করা হবেনা। আরবীতে هٰذَا শব্দটি عَهْدِ ذِهْنِيْ এবং عَهْدِخَارِجِيْ -উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাদের মতে هٰذَا শব্দটি দ্বারা এখানে عَهْدِذِهْنِيْ বুঝানো হয়েছে- عَهْدِخَارِجِيْ -এর জন্য বুঝানো হয়নি।

আর একদল বলে- কবরে নবীজির ছবি দেখানো হবে- মূল নবীকে নয়।

www.sunnibarta.com

উত্তর ঃ আল্লাহ এবং ধর্ম সম্পর্কে তো সকল মোমেনের অন্তরেই ধারনা ছিল। তা সত্ত্বেও هٰذَا ব্যবহার করা হয়নি। বুঝা গেল- هٰذَا শব্দটি عَهْدِخَارِجِيْ -এর জন্য ব্যবহার করা হয়নি -বরং عَهْدِذِهْنِيْ -এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, পরবর্তী শব্দটি হচ্ছে رَجُلٌ -যার অর্থ দেহধারী ব্যক্তি। দেহধারীকে দেখা যায়- তাই ইঙ্গিত হবে উপস্থিত নবীর প্রতি। ইহাকেই আরবীতে عَهْدِ خَارِجِيْ বলে। আর যারা বলে ছবি দেখানো হবে- তাদের ধারনাও ভুল। কেননা, هٰذَالرَّجُلُ মানুষকেই বলা হয়- ছবিকে কেউ কোন দিন هٰذَالرَّجُلُ বলেনা।

বুঝা গেল- নবীজীকে স্বশরীরেই কবরে হাযির করা হবে।